মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সকল প্রয়াস যুবসমাজের সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে সূচিত ৬- দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী গণজাগরণসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্রান্তিকালে যুবসমাজ তেজোদীপ্ত ভূমিকা রেখেছে। এই যুবশক্তির প্রতিভার সম্পূর্ণ স্ফুরণ ব্যতীত তাদের ব্যক্তিক বিকাশ এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সামূহিক অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলে জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হিসেবে বর্ণিত 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার' নিশ্চিত করা, সংবিধানের প্রস্তাবনামতে আমাদের জাতি হিসেবে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করা এবং সংবিধানের ১৪,১৭, ১৯, ২০, ২১ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন জরুরি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডেমোগ্র্যাফিক- ডিভিডেন্ড । অর্থাৎ আমাদের দেশে বয়স্ক মানুষের চেয়ে কম বয়সীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মক্ষম লোক অধিক। যুববয়সের নারী পুরুষের -উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সাথে ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল অর্জন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত এসডিজি (Sustainable Development Goals) অর্জনে স্থানীয় , জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার র উপরবিকল্প নেই। যুবদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন অনুরূপ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্ভুক্তিও নির্ভরশীল। এজন্যে সর্বোপরি আবশ্যক সুউচ্চ মানবিক ও নৈতিক চেতনায় দীপ্ত এবং উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ এক যুবসম্প্রদায়। দেশের যুব নারী পুরুষদের সেভাবে গড়ে তোলা হলে তাদের -সামগ্রিক উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের পথ হবে সুগম। ফলে তারা বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশে উন্নীত করার ব্রতে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সাথে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবে।

উক্ত অভীষ্ট লক্ষ্যে যুবদের মধ্যে উন্নত মনন, মানবিকতা ও চিত্তের লালন এবং একবিংশ শতাব্দির উপযোগী করে দেশ-সমাজ- পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আধুনিক প্রজন্ম রূপে বিকশিত করার চেতনা নিয়ে খসড়া জাতীয় যুব নীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

খসড়া জাতীয় যুবনীতি ২০১৬

১. ভিশন: বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরববৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

২. মিশন: জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

৩. মূল্যবোধ

ক। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা, ইতিহাস- ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারণ।

খ। জাতীয় সংস্কৃতির লালন।

গ। সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতিসত্তার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ।

ঘ। লিঙ্গভেদে সকল মানুষের সমতাবিধান। (থিম গ্রুপ)

ঙ। অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ এবং নেতৃত্বের বিকাশসাধন।

চ। আত্মবিকাশ ও দেশোন্নয়নে গভীর নিষ্ঠা।

ছ। ন্যায় ও সততার প্রতি অঙ্গীকারবোধ, সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক মনোভাব। (শিক্ষা মন্ত্রণালয়)

জ। মানবাধিকার ও মানবিক বিষয়াবলির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

৪. উদ্দেশ্য

ক. যুবদেরকে ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। (শিক্ষা মন্ত্রণালয়)

খ. যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। (রিভিজিট)

গ. যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা।(রিভিজিট)

ঘ. যুবদের জন্যে উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঙ. যুবদের জন্যে যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা।

চ. যুবদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ উৎসাহিত করা।

ছ. ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদেরকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা।

জ. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা। (শিক্ষা মন্ত্রণালয়)

ঝ. পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলাসহ জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা।(পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

ঞ. সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক- মানসিক বা অন্য যেকোন প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল করে তোলা।

ট. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা।

ঠ. জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা। (রিভিজিট)

ড. যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক ও বৈশ্বিকচেতনা জাগ্রত করা।

৫. ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক যুব বলে গণ্য হবে।

৬. নিম্নোক্ত শ্রেণির যুবদের কল্যাণে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক। বেকার যুব
খ। যুব নারী
গ। যুব উদ্যোক্তা
ঘ। অভিবাসী যুব
ঙ। গ্রামীণ যুব
চ। শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া যুব
ছ। নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত যুব (ইউ এন এফ পি এ থিম গ্রুপ)
জ। অদক্ষ যুব
ঝ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যুব

ঞ। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুব
ট। অসুস্থ জীবনে আসক্ত যুব
ঠ। গৃহহীন ও বস্তিবাসী যুব
ড। হিজড়া যুব
ঢ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত যুব
ণ। মানবপাচার ও নির্যাতনের শিকার যুব সম্প্রদায়।(ইউ এন এফ পি এ থিম গ্রুপ)

৭। যুব উন্নয়নে অগ্রাধিকারসমূহ

ক্ষমতায়ন	* শিক্ষা * প্রশিক্ষণ * কর্মসংস্থান ও স্ব-উদ্যোগ * তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন
স্বাস্থ্য ও বিনোদন	* স্বাস্থ্য * ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও চিত্তবিনোদন
সুশাসন	* সুশাসন